ভোরের কাগজ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বেহাল অবস্থা

শিক্ষকরা ৫০০ টাকায় চাকরি করতে নারাজ, অনশন শুরু

মানস ঘোষ : সরকারের সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে নির্মিত ৩ হাজার ২৬৩টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় একে একে ঝরে পড়ছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৭০০টি বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে। জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত না করায় শিক্ষকদের অনাগ্রহে বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মাত্র ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে একজন শিক্ষককে চাকরি করতে হয়। স্কুলগুলোতে ৫ লাখেরও বেশি শিশু পড়াশোনা করে। সরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে ৭ হাজার ৩৬৩ জন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার স্কুলগুলোকে কতিপয় শর্তে এনজিওদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও সেটিও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এনজিওগুলো এক্ষেত্রে কোনো আগ্রহই দেখায়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, মাত্র ৪৫টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ৬টি এনজিও আবেদন করেছে।

এদিকে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্তিসহ ৬ দফা দাবিতে কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গতকাল সোমবার থেকে আমরণ অনশন

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

শিক্ষকরা ৫০০ টাকায় চাকরি

● প্রথম পাতার পর

শুরু করেছেন। কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বানে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই অনশন শুরু হয়েছে।

অনশনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা বলেছেন, 'আমরা মানবেতর জীবন যাপন করছি। কোনো সভ্য সমাজে শিক্ষকের বেতন ৫০০ টাকা হতে পারে না।' তারা বলেছেন, 'সরকার বা কমিউনিটি কেউ আমাদের দায়িত্ব নিচ্ছে না। অথচ স্কুল নির্মাণ করে আমাদের নিয়োগ দিয়ে সরকারি নিয়মনীতি অনুসরণ করে ক্লাস নিতে বলা হচ্ছে।' সরকারি সূত্রে জানা গেছে, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর পরিকল্পনা এই মুহূর্তে নেই।

'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকার কমিউনিটিকে সংশ্লিষ্ট করে ১৯৯৫-৯৬ সালে সারা দেশে এই স্কুলগুলো নির্মাণ করে। প্রধানত প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন প্রত্যন্ত গ্রামে এই কমিউনিটি স্কুল নির্মাণ করা হয়। এ জন্য এলাকাবাসীকে সরকারের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির দলিল ও ১০ হাজার টাকা জমা দিতে হয়।

সরকার সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় এলাকাবাসীর দেওয়া জমিতে একটি স্কুলগৃহ নির্মাণ করে দেয়। এতে থাকে ২ কক্ষ অথবা চার কক্ষবিশিষ্ট ক্লাসকক্ষ, ২টি বাথরুম, ১টি টিউবওয়েল, ৯৬টি বেঞ্চ, ৪টি টেবিল ও ৪টি চেয়ার। উপজেলা শিক্ষা কমিটির মাধ্যমে সরকার তখন এই স্কুলগুলোতে শিক্ষকও নিয়োগ দেয়।

শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় এইচএসসি পাস। ২ কক্ষবিশিষ্ট স্কুলে ২ জন এবং ৪ কক্ষবিশিষ্ট স্কুলে ৪জন শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়। সরকার তার তহবিল থেকে শিক্ষকদের ৫০০ টাকা করে বেতন দেওয়ার ঘোষণা দেয়। বলা হয়, শিক্ষকদের বাড়তি বেতন দেবে স্থানীয় কমিউনিটি।

কিন্তু বাস্তবে কোথাও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৫০০ টাকার বেশি বেতন পাচ্ছেন না। সরকারি এই টাকাও আসে ৩ মাস পর পর। এ অবস্থায় শিক্ষকরা জানিয়েছেন, তারা অসহায়। অনুন্নত এলাকার এই স্কুলগুলো চালানোর ক্ষমতা স্থানীয় এলাকাবাসীর নেই। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে সরকারকেই তাই বাস্তব চিন্তা করতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেছেন, সরকারের কাছ থেকে ৫০০ টাকা বেতন পাবেন এই শর্ত জেনেই শিক্ষকরা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখন জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্তি দাবি অযৌক্তিক। তিনি বলেছেন, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের নেই।

জবাবে কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অতিরিক্ত মহাসচিব মোঃ নজরুল ইসলাম ভোরের কাগজকে বলেছেন, নিয়োগের সময় সরকার যে শর্ত দিয়েছিল এখন তা মানা হচ্ছে না। শুরুতে ক্লাস নেওয়ার সময় ছিল ৯টা-১২টা। অথচ এখন সরকারি স্কুলের অনুরূপ সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ২ শিফটে ক্লাস নিতে হয়। বৃত্তি পরীক্ষায় ২০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়। এ ছাড়া নানা ধরনের জরিপ কাজ, ভোটার তালিকা তৈরি, পোলিও টিকা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মতো সব ধরনের কাজ বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়।

সমিতির প্রচার সম্পাদক মোঃ এখলাস উদ্দিন বলেছেন, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও একসময় ৫০০ টাকা বেতন পেতেন। এখন তাদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করে শতকরা ৮০ ভাগ বেতন সরকার দিচ্ছে। আমরাও মনে করি আমাদের বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্তির দাবি যৌক্তিক। তাই আন্দোলন করছি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বেতন কম হওয়ায় সরকারের একটি মহতী উদ্যোগ ভেস্তে যেতে বসেছে। একে একে শিক্ষকরা ছেড়ে দেওয়া স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকার ৩ হাজার ২৬৩টি কমিউনিটি স্কুল নির্মাণ করলেও বর্তমানে আছে ২ হাজার ৫৭২টি।

এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৮৩২টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৭৩টি, রাজশাহী বিভাগে ৪০৮টি, খুলনা বিভাগে ২৭৫টি, বরিশাল বিভাগে ১৬৯টি এবং সিলেট বিভাগে ২১৫টি কমিউনিটি স্কুল রয়েছে। এই স্কুলগুলোর মোট ৭ হাজার ৩৬৩ জন শিক্ষকদের মাসে ৫০০ টাকা করে সরকারি তহবিল থেকে বছরে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা বেতন দিতে হয়।